কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 AUG 2015 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সাত জেলায় বন্যার অবনতি

চার জেলায় সাড়ে পাঁচ শ স্কুল বন্ধ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশে সাত জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবারও নতুন করে প্লাবিত হয়েছে বসতবাড়ি, ফসলি জমি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বন্যার কারণে ইতিমধ্যে চার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সাড়ে পাঁচ শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে নওগাঁর রানীনগর ও আত্রাই উপজেলার ২৫টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। সিরাজগঞ্জে ২৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে ৭০ বিদ্যালয় জলমগ্ন রয়েছে। এর মধ্যে ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। একই কারণে গাইবান্ধার চারটি উপজেলার ৫৫টি স্কুল বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে সাঘাটা উপজেলার

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

চার জেলায় সাড়ে পাঁচ শ স্কুল বন্ধ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হলদিয়া ইউনিয়নের চর গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়েছে নদীভাঙনের মুখে।

এদিকে নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রাজবাড়ী, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে প্রায় দুই লাখেরও বেশি মানুষ এখনো পানিবন্দি রয়েছে। তারা খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধ সংকটে অসহায় জীবনযাপন করছে। অনেকেই পানিবাহিত রোগে ভুগছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে জানিয়েছে দুর্গতরা।

অন্যদিকে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় পানিতে ডুবে আনিছুর রহমান (৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বিস্তারিত আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে–

বগুড়া : গতকাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বগুড়ার সারিয়াকান্দির ঘুঘুমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র আল-আমিন (৮) সবেমাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। এখন বিষণ্ন মনে সময় কাটছে তার। বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে স্কুলের মাঠ দেখিয়ে আল-আমিন বলে, 'ক্লাসও পানি ঢুকিছে। ইংকা কয়দিন চলবি আল্লাহ জানে। হামরা স্কুলোত যাবার পারিচ্ছি না।'

গতকাল পর্যন্ত উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম চলছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ওপর। সারিয়াকান্দি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুল হাসান বলেন, 'এই উপজেলার প্রায় ৭০টি বিদ্যালয়ে পানি ঢুকে পড়েছে। এর মধ্যে ৫০টি বিদ্যালয় ভবন এক বুক পানির নিচে। আর অন্য ২০টি স্কুলের কাজ বাঁধের ওপর কোনো রকমে চালানো হচ্ছে।

গতকাল সকালে ঘুঘুমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, শ্রেণিকক্ষের ভেতর এক বুক পানি। ছাত্রদের বেঞ্চগুলো ভাসছে। একই দশা চন্দনবাইশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং নওখিলা বিদ্যালয়ের। বাঁধ ঘুরে দেখা গেছে, মানুষ, গবাদি পশু নিয়ে গাদাগাদি অবস্থায় রয়েছে বন্যাকবলিত মানুষ। প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় বাঁধে ওপর বানভাসিদের চাপ বাড়ছে। এ কারণে সেখানে লেখাপড়ার কোনো পরিবেশ নেই। একই অবস্থা আশপাশের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতেও। প্রাথমিক সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষার আগ মুহূর্তে খুদে শিক্ষার্থীদের জীবনে এমন দুর্যোগ নেমে আসায় শঙ্কিত তাদের অভিভাবকরা। বাঁধের ধারে কিংবা উঁচু জায়গায় হাতে গোনা কয়েকটি বিদ্যালয় খোলা রাখা হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় সেসব স্কুলেও কমেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি। অথচ আর মাত্র তিন মাস পরই শুরু হবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা।

অন্যদিকে বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। গতকাল বিকেল ৫টা পর্যন্ত পানি ৬ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৬৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এদিকে উপজেলার ধলিরকান্দি থেকে কামালপুর ইউনিয়নের সুতানারা পর্যন্ত প্রায় ৯ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিভিন্ন স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙনে প্রতিদিন বসতবাড়ি, ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির কারণে চরাঞ্চলের চালুয়াবাড়ী, কাজলা, কর্ণিবাড়ী, হাটশেরপুর, চন্দনবাইশা ও বোহাইল ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকায় পানি ঢুকে পড়েছে। উপজেলার ৬২টি গ্রামে খাবার পানির সংকট দেখা দিয়েছে। তারা যমুনার পানি পান করায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

গাইবান্ধা : গতকাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের চর গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙনে পড়েছে। ভাঙতে ভাঙতে স্কুলটি যেকোনো মুহূর্তে নদের গর্ভে চলে যেতে পারে। তাই বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ সামান্য কিছু টাকায় নিলামে বিক্রি করে দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা এমনিতেই লেখাপড়ায় পিছিয়ে। বাড়ির কাছাকাছি স্কুল থাকায় কিছুটা সুবিধা হতো। এখন তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে গেল।'

এদিকে গাইবান্ধা জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। এদিকে করতোয়া নদীর পানি ২৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে এখন বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার এবং ব্রহ্মপুত্র এখন ২৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের মধ্যখাটিয়ামারী গ্রামে বন্যার পানিতে ডুবে আনিছুর রহমান (৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর পানিতে নিমজ্জিত হওয়ায় জেলার চারটি উপজেলার ৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

নওগাঁ : গতকাল থেকে নওগাঁয় বন্যা পরিস্থিতি আরো অবনতি হয়েছে। নওগাঁ-আত্রাই সড়কের মিরাপুর নামক স্থানে সড়ক ভেঙে যাওয়ায় কাশিমপুর, পারইল ও একডালা ইউনিয়নের প্রায় ২০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বন্যার্তরা গবাদি পশুসহ বাঁধে, বাড়ির ছাদে, খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে তারা খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধ সংকটে ভুগছে। এদিকে রানীনগর ও আত্রাই উপজেলার প্রায় ২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। জেলা শহরের সঙ্গেসহ নাটোরের সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় অনেক এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

অন্যদিকে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে জানিয়েছে দুর্গতরা। তারা অনেকেই অর্ধাহার-অনাহারে জীবনযাপন করছে। তবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ বুধবার আরো ত্রাণ বিতরণ করা হবে। পাউবো সূত্রে জানা গেছে, আত্রাই ও ছোট যমুনা নদীর পানি বিপৎসীমার ৩০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জ : যমুনা নদীর পানি গত ২৪ ঘণ্টায় আট সেন্টিমিটার বেড়ে গতকাল দুপুর পর্যন্ত বিপৎসীমার ৬৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গত চার দিনে সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, বেলকুচি, চৌহালী ও সদর উপজেলার কয়েক হাজার পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। বন্যার কারণে ২৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কমপক্ষে ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানি ঢুকে পড়ায় ক্লাস স্থানান্তর করা হয়েছে। কাজিপুরে ৪৫ গ্রামের বন্যাকবলিতদের জন্য ছয়টি আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব এলাকায় দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের সংকট। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দুপুরে কাজিপুর উপজেলার মাইজবাড়ী ইউনিয়নে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামে পানি কিছুটা কমলেও সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্রের পানি ৩ সেন্টিমিটার কমলেও এখনো বিপৎসীমার আট সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ১৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হওয়ায় পাঠদান প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এসব এলাকায় প্রায় দেড় লাখ মানুষ পানিবন্দি রয়েছে। বন্যার্তদের জন্য এ পর্যন্ত ৮০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে, যা বিলি বণ্টনের প্রক্রিয়া চলছে।

রাজবাড়ী : পদ্মা নদীতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। পানি বৃদ্ধির ফলে গতকাল মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত পদ্মা নদীর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের ভাগ্যকুল পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ৪০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া, দেবগ্রাম ও উজানচর ইউনিয়নের নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে চরাঞ্চলের ফসলি জমি তলিয়ে গেছে।

ফরিদপুর : ফরিদপুর সদর উপজেলায় গত তিন দিনে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে কয়েক শ পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সদরের ডিক্রিরচর ইউনিয়নের মুন্সীডাঙ্গি ও মৃধাডাঙ্গি গ্রামে ভাঙন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ওই দুটি গ্রামে পাউবোর নির্মিত পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ বাঁধে চতুর্থ দফা ধসের পর এলাকাবাসী ভাঙন আতঙ্কে ভুগছে।